গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-৩ অধিশাখা

[www.mofl.gov.bd](http://www.mofl.gov.bd)

|  |
| --- |
| **সংস্থাপ্রধানসহ সমন্বয় সভার** কার্যবিবর**ণী** |
| সভাপতিঃ জনাব মোঃ মাকসুদুল হাসান খান  সচিব  |
| তারিখ : ৩০ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিঃ  |
| সময় : বেলা ২:৩০ ঘটিকা |
| স্থান : মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ  |

 সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট ‘ক’ তে সংযুক্ত আছে।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম প্রথমে বিগত ২৮ মার্চ ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সংস্থাপ্রধানসহ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধন না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকৃত হয়।

৩। এরপর বিগত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন আলোচ্যসূচির ক্রমানুসারে উপস্থাপন ও বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় আলোচিত বিষয় এবং গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ

৪। সাধারণ বিষয়াদি

| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ৪.১**৪.১.ক** | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন**মৎস্য অধিদপ্তর** মৎস্য চাষে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন।  | মৎস্যচাষে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন “গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলায় মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপন” প্রকল্প এর মাধ্যমে বেলকুচি, সিরাজগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট বেলকুচি, সিরাজগঞ্জের অবকাঠামো সমূহের গুনগতমান নিশ্চিতের জন্য নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। * ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী সকল নির্মাণ কাজ জুন ২০১৭ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।
* সিরাজগঞ্জ ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউটসহ ০৩টি ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট এর জন্য ৪৪ টি পদে আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগের জন্য অনুমোদন চাওয়া হয়েছে মর্মে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন। তাই এ বিষয়ে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সচিব মহোদয় সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন।
 |  (ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুনগতমান নিশ্চিত করে প্রকল্প কাজ সমাপ্ত করতে হবে। (খ) ০৩টি ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউটের ৪৪ টি পদে আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে দ্রুত নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।  | অতিঃ সচিব (মৎস্য)যুগ্মপ্রধান মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর  |
| **৪.১.খ** | জেলেদের জন্য কৃষির অনুরূপ পরিচয় পত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ  | জেলেদের জন্য কৃষির অনুরূপ পরিচয় পত্র প্রদানের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত “জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান” প্রকল্প কর্তৃক দেশব্যাপী জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জেলেদের আইডি কার্ড বিতরণ অব্যাহত রাখার জন্য সচিব মহোদয় সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশের ১৬ লক্ষ ০৫ হাজার জেলের নিবন্ধন করা হয়েছে। ১৫ লক্ষ জেলের ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে। ১৪ লক্ষ ৬০ হাজার জেলের ছবি উঠানো হয়েছে এবং ১৩ লক্ষ ৮০ হাজার আইডি কার্ড প্রস্ত্তত করে বিতরণ করা হয়েছে।  | প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজসমূহ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে | অতিঃ সচিব (মৎস্য) যুগ্মপ্রধান মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর  |
| **৪.১.গ** | চাঁদপুর মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণ  | **বাস্তবায়িতঃ** ga¨g ch©v‡q cÖhyw³ Ávbm¤úbœ `¶ Rbkw³ m„wó Kivi j‡ÿ¨ grm¨ Awa`ß‡ii AvIZvq বিগত ১৬/০৯/২০১৫ তারিখ হতে মৎস্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটউট, Puv`cyi¯’ grm¨ wW‡cøvgv Bbw÷wUD‡U 4 eQi †gqv`x wW‡cøvgv-Bb-wdmvwiR †Kvm© Pvjy Kiv n‡q‡Q| বর্তমানে Bbw÷wUDটটি মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতের অর্থায়নে যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে।  |   | অতিঃ সচিব (মৎস্য) যুগ্মপ্রধান মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর  |
| **৪.২****৪.২.ক** | **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন** **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ এবং হালাল মাংস মুসলিম দেশসমূহে রফতানি করা যেতে পারে  | (ক) বাংলাদেশ এবং সৌদি আরবের মধ্যে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ মৎস্য রপ্তানির ক্ষেত্র তৈরির জন্য ইতোমধ্যে একটি সমঝোতা স্মারকের খসড়া মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী ইতোমধ্যে সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূতের সাথে আলোচনা করেছেন। বিষয়টি ফলোআপ করা হচ্ছে। রপ্তানি বৃদ্ধির উপায়/করণীয় সম্পর্কে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর যৌথভাবে রপ্তানিকারকদের সঙ্গে সভা করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  |  রপ্তানীকৃত মৎস্য সম্পদ এবং হালাল মাংসের গুনগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানী করতে হবে। মৎস্যসম্পদ ও হালাল মাংস রপ্তানি বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।  | অতিঃ সচিব (মৎস্য) যুগ্মপ্রধান মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর  |
| **৪.২.খ** | বিদেশের বাজারের পাশাপাশি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে বিদেশে গড়ে ওঠা মার্কেটে মৎস্য এবং মাংস রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনেতিক উন্নয়ন সম্ভব।  | * মৎস্য অধিদপ্তরঃ ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়াতে চিংড়ির পাশাপাশি দেশি প্রজাতির হিমায়িত ও প্রক্রিয়াজাতকৃত মাছ রপ্তানি করা হয়।
* চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই হতে মার্চ মাস পর্যন্ত মোট ৩৪,৮৪৬.৫৬ মে.টন হিমায়িত মাছ রপ্তানি করে ৩৫৬.৭২ মিলিয়ন ইউ এস ডলার এবং ৩৮১২.৬০ মে.টন বরফায়িত মাছ রপ্তানি করে ১০.৮৬ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে।
* চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই হতে মার্চ মাস পর্যন্ত সর্বমোট ৫২,০৩০.৪৯ মে.টন মৎস্য ও মৎস্য পণ্য রপ্তানি করে ৩৯৫.১৮ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে।

বিএফডিসিঃ Value added ইলিশ, তেলাপিয়া ও অন্যান্য মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য বাজারজাতকরণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য ০২/০৩/২০১৭ তারিখ বিএফডিসি’র প্রধান কার্যালয়ে একটি বৈঠক করা হয়। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে মতামত চেয়ে ১৬টি প্রতিষ্ঠানের নিকট গত ১১/৪/২০১৭ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। পত্রের জবাব পাওয়ার পর খুব শীঘ্রই আরো একটি সভা আহ্বান করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।  | (খ.১) বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের নেতৃত্বে মৎস্য অধিদপ্তর ও বিএফআরআই কর্তৃক আগামী ৩ মাসের মধ্যে Value added ইলিশ, তেলাপিয়া ও অন্যান্য মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য বাজারজাতকরণের সম্ভাব্যতা যাচাই করতঃ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।(খ.২) মাছের বর্জ্য/ উপজাত দ্রব্য জিডিপিতে অন্তর্ভূক্ত করার এবং এ সকল দ্রব্যের রপ্তানির পরিমান বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। (খ.৩) হিমায়িত মাছ রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, মৎস্য অধিদপ্তর এবং হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারকদের সমন্বয়ে সভা করতে হবে।  | অতিঃ সচিব (মৎস্য) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ বিএফআরআই |
| **৪.২.গ** | সমুদ্র বিজয়ের ফলে পরিধি ও বিস্তৃতি বেড়ে যাওয়ায় গভীর সমুদ্রে মাছ সংরক্ষণ ও আহরণ নিয়ন্ত্রিত এবং সঠিক পদ্ধতিতে হওয়ার পদক্ষেপ নিতে হবে।  | “বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং” প্রকল্পের মাধ্যমে গবেষণা ও জরিপ জাহাজ “আর. ভি. মীন সন্ধানী” বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদের জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেছে। বঙ্গোপসাগরে ভাসমান ও তলদেশীয় মৎস্য সম্পদের জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য FAO কর্তৃক পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩ (তিন) বছরের সার্ভে ক্রুজ পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬ হতে “আর. ভি. মীন সন্ধানী” দ্বারা নিয়মিত ডিমারসাল শ্রীম্প সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করা হচ্ছে। এ সরকারের সময়ে দেশের উপকূলীয় জেলেদের মাঝে পরীক্ষামূলকভাবে জীবন রক্ষাকারী সামগ্রী ও মাছ ধরার সরঞ্জামসহ মোট ১১৮টি Fiber Re-enforced Plastic (FRP) নৌকা বিতরণ করা হয়েছে। ‌ইতোমধ্যে Blue Growth Economy নামে অভিহিত সমুদ্র অর্থনীতিতে বাংলাদেশ Pilot Country হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যথাযথ সংরক্ষণ ও সহনশীল মাত্রায় আহরণের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (Plan of Action) প্রণয়ন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ সব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।বাংলাদেশের সামুদ্রিক এলাকায় মাছের সুষ্ঠু প্রজনন ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণের জন্য দেশে প্রথম বারের মত প্রতি বছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ দিন বঙ্গোপসাগরে সকল বাণিজ্যিক ট্রলার (Industrial Trawler) দ্বারা মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা ও বলবৎ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের নির্দেশনা অনুযায়ী ইতোমধ্যে ৪টি Long liner প্রকৃতির ফিশিং ট্রলারের লাইসেন্স প্রদানের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। আরো অধিক সংখ্যক লং লাইনার প্রকৃতির ফিশিং ট্রলারের লাইসেন্স প্রদানের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি ও পুনঃ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া cvm© সেইনার প্রকৃতির ফিশিং ট্রলারের লাইসেন্স প্রদানের জন্যও পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি ও পুনঃ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে লং লাইনার প্রকৃতির মৎস্য নৌযানের লাইসেন্সের জন্য ৫(পাঁচ)টি এবং পার্স সেইনার প্রকৃতির মৎস্য নৌযানের লাইসেন্সের জন্য ০১(এক)টি আবেদন পাওয়া গিয়েছে। * Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) এর সদস্য হওয়ার জন্য বাংলাদেশ ইতোমধ্যে Cooperating Non-Contracting Party-র মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এসব কার্যক্রমের ফলে টুনা মাছসহ অন্যান্য পেলাজিক মাছ আহরণ বাড়বে এবং আমাদের মৎস্য রপ্তানি কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা আসবে।
 | (গ) বাংলাদেশের সমুদ্র সীমায় মৎস্য জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।  | অতিঃ সচিব (মৎস্য) যুগ্ম-সচিব(ব্লু ইকোনমি) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর  |
| **৪.২.ঘ** | জাতীয় মাছ ইলিশকে রক্ষা করতে জাটকা নিধন বন্ধ করার জন্য মৎস্যজীবি জেলে সম্প্রদায়কে খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি বিকল্প কর্মসংস্থান করতে হবে।  | * জাতীয় মাছ ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদেরবিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা প্রকল্পএর আওতায় **প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা** **ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম, জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রম, বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ বিতরণ** এবং **ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা** কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।
* চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৭টি জেলার ৮৫টি উপজেলার জাটকা ইলিশ আহরণে বিরত থাকা ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৬৭৩ টি জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ০৪ মাসের জন্য মোট ৩৮ হাজার ১৮৭ মে.টন বিশেষ ভিজিএফ খাদ্যশস্য সহায়তা প্রদানের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
* ২০১৬ সনে প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ ধরা বন্ধের সময়ে ১৪টি জেলার ৭৬টি উপজেলার দরিদ্র ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ইলিশ জেলেকে ২০ কেজি হারে ৭,১৩৪ মে.টন চাল প্রদান করা হয়েছে।
* বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি কার্যক্রমের আওতায় বিগত ৮ বছরে ৪২ হাজার ৬১৫ জন সুফলভোগীকে জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
* এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন যেখানে ২০০৮-০৯ সনে ছিল ২ লক্ষ ৯৯ হাজার মে.টন, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩ লক্ষ ৯৫ হাজার মে.টন।
* মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর জানান যে, জাতীয় মাছ ইলিশকে রক্ষা করার জন্য একটি নতুন প্রকল্পের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিষয়টি Follow up করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।
 | কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।  | অতিঃ সচিব (মৎস্য)মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর  |
| **৪.২.ঙ** | মালয়েশিয়াতে ঝিনুকের চাহিদা থাকায় কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাত করণের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।  | **‘‘বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ ও গবেষণা’’** শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের ৭টি বিভাগের ২৯টি জেলা ও ৬৩টি উপজেলায় এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে কাঁকড়া ফ্যাটেনিং, কুচিয়া চাষ ইত্যাদি বিষয়ে ২২৮০ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় পুকুরে ও খাঁচায় মোট ৪৪৪টি কাঁকড়া ফ্যাটেনিং এর প্রদর্শনী এবং মোট ১২৩টি কুচিয়া চাষের প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমান ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মার্চ, ২০১৭ মাসে ২.২৭ মিলিয়ন ইউ. এস. ডলার মূল্যের ১,১৫৪.৪৬ মে.টন কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছে। বর্তমান ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই হতে মার্চ মাস পর্যন্ত ১.৫৯ মিলিয়ন ইউ.এস.ডলার মূল্যের ১৫৭.০২ মে.টন কাঁকড়া এবং ২০.২৯ মিলিয়ন ইউ. এস.ডলার মূল্যের ১০.৩৩৯.০৮ মে.টন কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছে।  | কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।  | অতিঃ সচিব (মৎস্য)মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ বিএফআরআই |
| **৪.২.চ** | মনিটরিং ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্য দ্রব্যে ফরমালিন মিশ্রনের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।  | * মাছে ফরমালিন মিশ্রণ রোধকল্পে মনিটরিং, আইন প্রয়োগ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় “মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প” জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। দেশব্যাপী ৮,১৬৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। যার মাধ্যমে ৫৬.৭৭ লক্ষ টাকা জরিমানা, ৮.৮৮ টন মাছ বিনষ্ট, ০৭ জনকে ০১ মাসের জেল প্রদান করা হয়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়মিত **কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মার্চ, ২০১৭ মাসে ১৩৫টি অভিযান, ১৪টি মোবাইল কো**র্ট পরিচালনা **করা হয়েছে। চলতি** ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই হতে **মার্চ,২০১৭ পর্যন্ত মোট ১,১২৭টি অভিযান, ১৯৯টি মোবাইল কোর্ট** পরিচালনা **করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রম পরিচালনাকালে মাছে ফরমালিন পাওয়া যায়নি।**  | খাদ্যে ফরমালিন মিশ্রন রোধে আইন প্রয়োগসহ মনিটরিং জোরদার করতে হবে।  | অতিঃ সচিব (মৎস্য) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর  |
| **৪.২.ছ** | বাংলাদেশের দক্ষিণে একটি মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা যেতে পারে।  | মৎস্য পণ্যের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী খুলনা, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় ৩টি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি রয়েছে। এছাড়াও রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কক্সবাজার, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে PCR (Polymerase Chain Reaction) ল্যাবরেটরি রয়েছে। প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় সংখ্যক PCR ল্যাবরেটরি স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। | প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ল্যাবরেটরি স্থাপন করতে হবে।  | অতিঃ সচিব (মৎস্য) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর  |
| **৪.৩.ক** | **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন** **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** সিরাজগঞ্জে সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করা।  | **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** **(ক)** জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/২০১৮ ইং পর্যন্ত (২য় সংশোধিত) মেয়াদী সিরাজগঞ্জ ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। মার্চ/২০১৭ পর্যন্ত ৮০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। **সিরা**জগঞ্জে সরকারি ভেটেরিনারি কলেজের জনবল দ্রুত নিয়োগের উদ্যোগ নেয়ার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  | (ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুনগতমান নিশ্চিত করে প্রকল্প কাজ সমাপ্ত করতে হবে। (খ) জনবল দ্রুত নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।  | যুগ্মসচিব (প্রাস-১) যুগ্মপ্রধান মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর |
| **৪.৩.খ** | গোপালগঞ্জ জেলায় হাঁস-মুরগির হ্যাচারি স্থাপন। | প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (০১/১০/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৭) চলমান আছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ৮৫% ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শেষ হবে।   | নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুনগতমান নিশ্চিত করে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে হবে।  | যুগ্মসচিব (প্রাস-১) যুগ্মপ্রধান মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর  |
| **৪.৪.গ** | জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প। | প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধাণ গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প চলমান আছে। জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৮ ইং মেয়াদি জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে ৯০% ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শেষ হবে।জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্পের জনবল দ্রুত নিয়োগের উদ্যোগ নেয়ার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  | নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুনগতমান নিশ্চিত করে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত ও যথাসময়ে জনবল নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। | যুগ্মসচিব (প্রাস-১) যুগ্মপ্রধান মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর |
| **৪.৫.ক** | **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন** **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ এবং হালাল মাংস সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশসমূহে রফতানি করা যেতে পারে।  | **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা পরিপালনে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বহিঃ বিশ্বে মাংস রপ্তানির লক্ষ্যে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। বিদেশে মাংস, বুলষ্টিক, বিফ বোন চিবস্, গরুর লেজের লোম, দধি, রসমালাই, চমচম ও কালাজাম মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত রপ্তানির বিবরণ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| রপ্তানি পণ্য | জুলাই/১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/১৭ পর্যন্ত  | মার্চ/১৭ মাসে  | মার্চ/১৭ পর্যন্ত | মূল্য |
| মাংস | ১২৫৩৫৫.৮০ কেজি | ১১৭০০ কেজি | ১৩৭০৫৫.৮০ কেজি | ৫,৫৯,১৮,৭৬০/- |
| বুলষ্টিক | ২২১৮.১৮ কেজি | ২৬৮.৬৬ কেজি | ২৪৮৬.৮৪ কেজি | ৪১,৭৭,৮৯২/- |
| বিফ বোন চিবস্ | ২২১৬ মে: ট: | ৪১৮ মে: টন | ২৬৩৪ মে: টন | ১০,১১,৪৫,৬০০/- |
| গরুর লেজের লোম | ১৯৬৬৪ কেজি | ৩,০০০ কেজি | ২২৬৬৪ কেজি | ৫৪,৩৯,৩৬০/- |
| দধি, রসমালাই, চমচম ও কালাজাম | ৫,২৬৪ কেজি | - | ৫,২৬৪ কেজি | ১০,৫২,৮০০/- |

 | গবাদিপশুর মাংস রপ্তানির জন্য প্রাথমিকভাবে ২/৩টি দ্বীপ বা বিচ্ছিন্ন এলাকাকে নির্বাচন করে zoning কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।  | যুগ্মসচিব (প্রাস-১) যুগ্মপ্রধান মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর  |
| **৪.৫.খ** | দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত জাতের গরু, গাভি, মহিষের জাত উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।  | বেসরকারি কৃত্রিম প্রজনন সংশোধিত নীতিমালা-২০১৬ অনুমোদিত হয়েছে এবং এর কপি সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে প্রেরণ করা হয়। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ৭০ এর দশক থেকেই প্রজননক্ষম গাভী/বকনার কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করছে। জুলাই ২০১৬ হতে মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতিঃ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| বিবরণ | জুলাই/১৬ হতে মার্চ/১৭ মাস পর্যন্ত  | মোট |
| সিমেন উৎপাদন | ত: ৮৮৭৭৮৮ মাত্রাহি: ২২৬৯৬১০ মাত্রা | ৩১৫৭৩৯৮ মাত্রা |
| কৃত্রিম প্রজনন | ত: ৭৭৬৬৯২ টিহি: ১৮৫৮৮৭০ টি | ২৬৩৫৫৬২ টি |
| বাচ্চা উৎপাদন | ত:এড়ে- ১৫১৯০৯ টিত:বকনা- ১১৯৬২৪ টি | ২৭১৫৩৩ টি  |
| হি: এড়ে- ৩৫৭২১৫ টিহি: বকনা- ২৮১৯১৩ টি | ৬৩৯১২৮ টি  |
| সর্বমোট বাচ্চা উৎপাদন | ৯১০৬৬১ টি |

কৃত্রিম প্রজনন কাজের ফলে প্রতি বৎসর দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি পচ্ছে। বিগত ০৩ বছরে দুধের উৎপাদন নিম্নরুপঃ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| দুধ (লক্ষ মে: টন) | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ |
| ৬০.৯২ | ৬৯.৭০ | ৭২.৭৫ |

উন্নত জাতের সংকর বাছুর উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এর কার্যক্রম চলমান আছে। অধিদপ্তরের পাশাপাশি মিল্কভিটা এবং ব্রাক নিজস্ব বুল স্টেশনে সিমেন, উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম চালাচ্ছে। \* বর্তমানে ৩৭২৫ টি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র ও পয়েন্ট থেকে কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। \* অধিক মাংস উৎপাদনে সক্ষম গরুর জাত সৃস্টির জন্য বীফ ক্যাটেল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প, উন্নত ষাঁড় উৎপাদনের জন্য ব্রীড আপগ্রেডশন থ্রু প্রজেনী টেস্ট প্রকল্প এবং মহিষের জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ-মাংস উৎপাদনের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে।\* মার্চ/২০১৭ পর্যন্ত দেশব্যাপী ৫৮ হাজার ৪১১ টি রেজিষ্টার্ড গাভীর খামার স্থাপিত হয়েছে।**ঋণ বিতরণঃ**\* দেশে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে ৫% সুদে Fণ বিতরেণের তথ্যঃ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন ব্যাংকের অনুকুলে-(ক) Fণ বরাদ্দের পরিমাণ- ৭৫,৩৮,৬২,২০০/- টাকা(খ) স্থানীয় ব্যাংক কর্তৃক Fণ বিতরণের পরিমাণ- ৬৭,৪৭,০৮,৩৬০/- টাকা(গ) Fণ বিতরণের শতকরা হার- ৮০.০৬%(ঘ) সুফল ভোগীর সংখ্যা- ৫৯৯০ জন।(ঙ) ক্রয়তব্য গাভী/ বকনার সংখ্যা- ১৩,১০৭ টি(চ) ক্রয়কৃত গাভী/ বকনার সংখ্যা - ১২,২৬০ টি।  | বেসরকারি কৃত্রিম প্রজনন নীতিমালা প্রস্তুতপূর্বক আগামী মাসিক সমন্বয় সভার পূর্বেই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।  | যুগ্মসচিব (প্রাস-১) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর |
| **(গ)** কুমির থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাণির চামড়া সঠিকভাবে প্রক্রিয়া করে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে  | \* ময়মনসিংহ জেলার ভালুকাতে রেপটাইলস ফার্ম লিঃ হতে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৪৩০টি কুমিরের চামড়া জাপানে রপ্তানী হয় টাকার পরিমান- ১,৪৮,১৯,৩৭৬/- ১৪-১৫ অর্থ বছরে ৪০০টি জাপানে রপ্তানী হয় টাকার পরিমান - ১,২৮,২৫,৯৩০/- ১৫-১৬ অর্থ বছরে ২০০ টি জাপানে রপ্তানী হয় টাকার পরিমান- ৮২,৬৮,০০০/- টাকা। \* বান্দরবান জেলার নাইক্ষংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নে আকিজ ওয়াইল্ডলাইফ ফার্মে মোট কুমির সংখ্যা - ৬৫০ টি তার মধ্যে বড় ৫০ এবং বাচ্চা-৬০০টি এখন পর্যন্ত বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে না। পরবর্তীতে রপ্তানী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। \* প্রতি বছরই মোট উৎপাদিত কাঁচা চামড়ার মূল্য (ভ্যালু এ্যাডেড) যোগ করা হয়। এই কাজ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং থেকে সম্পন্ন হয়ে থাকে।  | প্রাণিসম্পদ খাতে GDP-তে চামড়া উৎপাদন দেখানোর ব্যাপারে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। এ সংক্রান্ত তথ্য আগামী মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।  | যুগ্মসচিব (প্রাস-১) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর |
| **(ঘ)** দেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য কো-অপারেটিভের মাধ্যমে খামার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। | কো-অপারেটিভের মাধ্যমে খামার প্রতিষ্ঠার জন্য ডেইরী বোর্ড গঠনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে যার মাধ্যমে সমবায় ভিত্তিতে খামার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।  | ডেইরি বোর্ড গঠনের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।  | যুগ্মসচিব (প্রাস-১/ ২) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর |
| **(ঙ)** দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণে দেশের দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিরাট চর এলাকায় মহিষের খামার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।  | কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে মহিষ উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। ১৩ টি জেলায় ৩৯ টি উপজেলা এই প্রকল্পের আওতাধীন। প্রকল্প এলাকায় সাধারণ মহিষ পালনকারীদের সহায়তা দেয়ার জন্য ২৪০০০ ডোজ মুররাহ জাতের মহিষের সিমেন আমদানি করা হয়েছে। \* দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল বাগেরহাট জেলায় ০১টি সরকারি মহিষ প্রজনন খামার আছে।\* ভোলা, পটুয়াখালী, বরিশাল, নোয়াখালী, বাগেরহাট, ফেনীসহ অন্যান্য চরাঞ্চল ও উপকুলীয় এলাকার খামার ও বাথানসমূহে মহিষের জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।প্রকল্পের শুরু (মে ২০১৩)থেকে মার্চ/১৭ মাস পর্যন্ত মহিষের কৃত্রিম প্রজনন ও বাচ্চা উৎপাদনের সংখ্যা নিম্নরুপঃ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| বিবরণ | প্রকল্প শুরু (মে/১৩) হতেমার্চ/১৭ মাস পর্যন্ত  | মোট |
| কৃত্রিম প্রজনন | ১৭০০ টি | ১৭০০ টি |
| বাচ্চা উৎপাদন | এড়ে- ১২৫ টিবকনা- ১০৪ টি | ২২৯ টি  |

\* ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে দুধ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা - ১,০০০০০ লিটার। অর্জন ৭৭৬৯৮ লিটার। অর্জনকৃত হার ৭৮%।  | চর এলাকায় মহিষের খামার প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।  | যুগ্মসচিব (প্রাস-১/ ২) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর |
| **(চ)** Black Bengal Goat -এর মাংস মধ্যপ্রাচ্যে খুবই জনপ্রিয় বিধায় প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিকে জোরদার করে মধ্য প্রাচ্যের বাজারে স্থান করে নেয়া যেতে পারে।  | **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** জুলাই/২০১৬ হতে মার্চ/২০১৭ পর্যন্ত বিদেশে মোট খাসীর মাংস রপ্তানী হয়েছে ১৭২১৫.২০ কেজি। যার মূল্য= ১,১০,১৭,৭২৮/- টাকা। **বিএলআরআইঃ** গাইড লাইন অনুযায়ী বিষয়টির উপর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।   | Meat export Guideline বিষয়টির অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।  | যুগ্মসচিব (প্রাস-১/ ২)মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ বিএলআরআই |
| **(ছ)** বিদেশে প্রচুর চাহিদার প্রেক্ষিতে ভেড়ার মাংস উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।  | **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-বি) দ্বিতীয় পর্যায় এর আওতায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে এপ্রিল/২০১৭ পর্যন্ত ১২,১৪০ জন ভেড়ার খামারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩৫.৩৬ লক্ষ টাকার (৮.৭০ লক্ষ মাত্রা) কৃমিনাশক ও জরুরী ঔষধ ক্রয় ও বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সরকারীভাবে বগুড়া জেলার শেরপুর, রাজশাহী জেলার রাজাবাড়িহাট এবং বাগেরহাট জেলার ফকিরহাটে ১ টি করে মোট ৩ টি ভেড়ার প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়েছে। খামার ৩ টির কার্যক্রম চলমান আছে। উক্ত খামারগুলো থেকে খামারী পর্যায়ে সরকার নির্ধারিত মূল্যে ভেড়ার পাঁঠা বিতরণ করা হচ্ছে। **বিএলআরআইঃ** ভেড়া ও মহিষের মাংসের উপকারীতার বিষয়ে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে।  | ভেড়া ও মহিষের মাংসের উপকারিতা বিষয়ে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় নিয়মিত প্রচার করতে হবে।  | যুগ্মসচিব (প্রাস-১/ ২) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ বিএলআরআই |
| **(জ)** গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক উন্নয়নে হাঁস-মুরগির খামারসহ যে সকল খামারে ঋণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তদারকি করতে হবে। | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের আওতায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ হাঁস-মুরগির খামারসহ যে সকল খামারে Fণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো মনিটরিং করে পরামর্শ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন। (১) প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কার্য্যক্রমে আত্নকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প ও (২) দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্রFণ কার্যক্রম কর্মসূচীঃ ছাগল, ভেড়া ও হাঁস-মুরগী পালন সম্পর্কিত বিষয়ে (১) ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছর থেকে ২০০৪-০৫ পর্যন্ত ও (২) ২০০৩-০৪ অর্থ বছর থেকে ২০০৫-০৬ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট বিতরণকৃত Fণের পরিমাণ= ৬৬.৬৭৮৫ কোটি টাকা। মার্চ/২০১৭ পর্যন্ত আদায় = ৪৯,৭৪,৬৫১৮.০০ টাকা। হার- ৭৪.৬০%।  | (১) ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আগামী মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (২) ক্ষুদ্র ঋণের ঘূর্ণায়মান তহবিলের অর্থ নীতিমালা অনুযায়ী বিতরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | যুগ্মসচিব (প্রাস-১/ ২) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ বিএলআরআই |
| **(ঝ)** মনিটরিং ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন মিশ্রণের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।  | খাদ্যে ভেজাল রোধে মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০ এর অধীনে পশুখাদ্য বিধিমালা ২০১৩ এর প্রয়োগ অব্যাহত আছে।মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরুপঃ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| বিষয় | জুলাই/ ১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/ ১৭ পর্যন্ত | মার্চ/১৭ মাসে | মার্চ/১৭ পর্যন্ত মোট |
| মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা | ২৫ টি | ০২ | ২৭ টি |
| জব্দকৃত খাদ্যের পরিমান | ১৪৯০৬৮ কেজি | - | ১৪৯০৬৮ কেজি |
| বিনষ্টকৃত ভেজাল খাদ্যের পরিমাণ | ২৭১৬ কেজি | ৫০ কেজি | ২৭৬৬ কেজি |
| মামলা ও গ্রেফতার কৃত ব্যক্তির সংখ্যা | ০১ জন | - | ০১ জন |
| আদায়কৃত জরিমানার পরিমান | ১২৯৫০০০/- টাকা | ৮০০/- টাকা | ১২৯৫৮০০/- টাকা |
| খাদ্য নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা | ১৪৯৯ টি | ৩১৮ | ১৮১৭ টি |

 | মৎস্য ও পশু খাদ্যে ভেজাল রোধে আইনের প্রয়োগসহ মনিটরিং জোরদার করতে হবে। | যুগ্মসচিব (প্রাস-১/ ২) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ বিএলআরআই |
| **(ঞ)** সরকারি চিড়িয়াখানা, মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট ইত্যাদি থেকে যে রাজস্ব আয় হয় তার একটি নিদির্ষ্ট পরিমান অংশ ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারবে।  | সরকারি চিড়িয়াখানাসমূহ থেকে যে রাজস্ব আয় হচ্ছে বর্তমানে তার কোন অংশই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নে ব্যয় করা হচ্ছে না বা যাচ্ছে না।চিড়িয়াখানা পরিচালনার জন্য রাজস্ব বাজেটের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়। সেই বরাদ্দ থেকে চিড়িয়াখানার নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। এ বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  | চিড়িয়াখানা ও মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ অন্যান্য সংস্থার নিজস্ব আয় এর একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যয় করার বিষয়ে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।  | যুগ্মসচিব (প্রাস-২) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ বিএফআরআই |
| **বিএলআরআইঃ**গরুর জাত উন্নয়ন | **বিএলআরআইঃ** মুন্সিগঞ্জ জাতের গরুর সংখ্যা বৃদ্ধিসহ কৌলিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে উপযুক্ত ষাঁড়ের সমন্বয়ে ‍‍“ব্রিডিং স্টক” গঠনপূর্বক সিমেন সংগ্রহের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সংগৃহীত সিমেন খামারী পর্যায়ে বিতরণের লক্ষ্যে খামারী নির্বাচন করা হয়েছে। মুন্সিগঞ্জ জাতের গরু হতে সিমেন সংগ্রহ করে প্রাথমিকভাবে ৩টি গরুকে এ.আই করা হয়েছে। পরবর্তিতে উক্ত এ.আই কৃত গরুর রেজাল্ট এর উপর ভিত্তি করে এ.আই কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বিতরণের ব্যবস্থা নেয়া হবে। আরসিসি জাতের গরুর কৌলিকমান উত্তর উত্তর উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দেশীয় আবহাওয়া উপযোগী অধিক উৎপাদনশীল মাংসল গরুর জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বিদেশী উন্নত জাত যেমন- সিমেন্টাল, লিমুসিন, শ্যাবোলেইস ও ব্রাহমান এবং দেশী উন্নত জাত বিসিবি-১ এর উপর গবেষণা চলমান রয়েছে।  | সিমেন এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।  | যুগ্মসচিব (প্রাস-২) মহাপরিচালক, বিএলআরআই |
| মহিষের জাত উন্নয়ন | গত মার্চ মাসে খামারী পর্যায়ে ৩টি মহিষকে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পাল দেয়া হয়েছে এবং ৬টি মহিষকে ইন্ট্রাস সিনক্রোনাইজেশনের মাধ্যমে প্রজননের জন্য ‘হিট’ এ আনা হয়েছে। এ যাবৎ ৫টি (২টি বকনা ও ৩টি ষাঁড়) নিলি রাভি × দেশী এবং ৪টি (৩টি বকনা ও ১টি ষাঁড়) মুরাহ × দেশী সংকর জাতের বাছুর জন্ম নিয়েছে।  | মহিষের জাত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে হবে। | যুগ্মসচিব (প্রাস-২) মহাপরিচালক, বিএলআরআই |
| ভেড়ার মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি  | আমদানীকৃত বিদেশী ভেড়ার বাচ্চা উৎপাদন ত্বরান্বিত করা হচ্ছে এবং নতুন করে ১৫টি ভেড়ার বাচ্চা প্রসব হয়েছে। প্রসবকৃত বাচ্চাগুলো সুস্থ ও সবল রয়েছে। পেরেনডাল জাতের মোট ২৩টি, সাফোক জাতের ১০টি, ডরপার জাতের ১৫টিসহ সর্বমোট ৪৮টি ভেড়া রয়েছে।  | বিদেশ হতে আমদানিকৃত ভেড়ার বাচ্চা উৎপাদন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।  | যুগ্মসচিব (প্রাস-২)/ মহাপরিচালক, বিএলআরআই |
| বিএফআরআই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী “বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ এবং গবেষণা (বিএফআরআই কম্পোনেন্ট) প্রকল্প” এবং “মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প” বাস্তবায়ন। | বিএফআরআই (ক) ‘‘বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ এবং গবেষণা (বিএফআরআই কম্পোনেন্ট)’’ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। (খ) ‘‘চাঁদপুরস্থ নদী কেন্দ্রে ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ’’ প্রকল্পটি বিগত ২৩-০১-২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ কার্যক্রম বর্তমানে মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।  | প্রকল্পগুলোর বিষয়ে অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।  | অতিঃ সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মপ্রধান/ মহাপরিচালক, বিএফআরআই |
| মেঘনা নদীর তীরবর্তী স্থানে এবং কক্সবাজারের সোনাদিয়াতে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের উপস্থিতির ওপর জরিপ পরিচালনা করতে হবে। |  **বাস্তবায়িত** |  |
| বাণিজ্যিক চাষের উদ্দেশ্যে মুক্তার আকার বড় করার ওপর গবেষণা জোরদার করতে হবে। | মুক্তার আকার বড় করার জন্য দেশীয় ঝিনুকে বিভিন্ন আকৃতির নিউক্লিয়াস অনুপ্রবেশ করিয়ে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের মুক্তা উৎপাদনে প্রাথমিক সফলতা অর্জিত হয়েছে। উপরন্ত, বড় মুক্তা তৈরির জন্য উন্নত জাতের ঝিনুক ভিয়েতনাম থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সংগৃহীত ঝিনুকের উপর গবেষণা চলমান রয়েছে।  | মুক্তার আকার বড় করার ব্যাপারে গবেষণা অব্যাহত রাখতে হবে।  |
| কোন ধরণের Treatment ছাড়া প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত মুক্তা বহু বছর রেখে দিলে এক সময় মুক্তাগুলি বিলীন (Disappear) হয়ে যায় কেন, এর কারণ অনুসন্ধান। | এ লক্ষ্যে আহরণ পরবর্তী গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।  | পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।  |
| ইমেজ পার্ল বা চ্যাপ্টা মুক্তার চাহিদা থাকায় বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে এর উপর গবেষণা করতে হবে। | গবেষণার মাধ্যমে ইমেজ পার্ল বা চ্যাপ্টা মুক্তা উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ইতোমধ্যে প্রাথমিক সফলতা অর্জিত হয়েছে। প্রযুক্তি প্রমিতকরণের কাজ বর্তমানে অগ্রসরমান পর্যায়ে রয়েছে।  | ইমেজ পার্ল উৎপাদন বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।  |
| ঝিনুকের খোলস চুন তৈরিতে ব্যবহার হয়। তাছাড়া হাঁস-মুরগী ও মাছের খাদ্য হিসেবেও ইদানিং ঝিনুক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হওয়ায় ঝিনুক বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে। তাই দেশীয় ঝিনুকের প্রজনন ও অন্যান্য বিষয়ে গবেষণা করতে হবে। | প্রাকৃতিক উৎসে ঝিনুকের প্রাপ্যতা সহনশীল মাত্রায় বজায় রাখার লক্ষ্যে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের প্রজনন বিষয়ে ইনস্টিটিউটে গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে বিজ্ঞানীরা দেশীয় ঝিনুকে সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুম সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন এবং নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে ঝিনুকের পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জিত হয়েছে।  | দেশীয় ঝিনুকের প্রজনন ও মুক্তা উৎপাদন বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।  |
| দেশীয় ঝিনুকে মুক্তার বাণিজ্যিক চাষ এখনই আরম্ভ করতে হবে। এ ব্যাপারে একটি প্রকল্প নিতে হবে। | বাস্তবায়িত |  |
| মুক্তার গবেষণা যুগোপযোগী করার জন্য প্রণোদিত উপায়ে মুক্তা তৈরীতে অগ্রগামী দেশ যেমনঃ চীন, জাপান এবং ফিলিপাইনের সহযোগিতা চাওয়া যেতে পারে। | ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদনে টেকনিশিয়ান/বিশেষজ্ঞ আনার জন্য শীঘ্রই উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।  | উন্নত প্রজাতির মুক্তা উৎপাদনে বিশেষজ্ঞ/ টেকনিশিয়ান আনার প্রচেষ্টা জোড়দার করতে হবে।  |
| গণ ভবনের লেক মুক্তা চাষের উপযোগী হলে সেখানে মুক্তার প্রর্দশনী চাষ করতে হবে। | বাস্তবায়িত |  |
| মুক্তা চাষ সুষ্ঠুভাবে করার লক্ষ্যে দীর্ঘ ও ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনার নিমিত্ত একটি ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে পেশ করতে হবে।  | মুক্তা চাষ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দীর্ঘ ও ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনার নিমিত্ত মুক্তা চাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, শীর্ষক একটি উনণয়ন প্রকল্প জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।  | মুক্তা চাষ গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।  |
| ৪.৬ | এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA) প্রস্ত্তত করণ।  | এ মন্ত্রণালয়সহ আওতাভূক্ত সকল সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন সন্তোষজনক। মাসিক প্রতিবেদন নির্দেশনা মোতাবেক APA সদস্যগণ কর্তৃক নিয়মিত পর্যালোচনা করা ও মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির খসড়া ইতিমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সংস্থা/ অধিদপ্তর/ দপ্তরকে নীতিমালা অনুসরণপূর্বক পুনঃ পরিক্ষা করে খসড়া চুক্তি ২১/৫/২০১৭ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  | APA-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ (হার্ড কপি ও সফট কপি) ও মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং মন্ত্রণালয়ের উইং প্রধানগণ কর্তৃক ৩ মাস অন্তর APA-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত পর্যালোচনা এবং কমিটির প্রত্যেক সদস্য কর্তৃক কমপক্ষে একটি সংস্থার APA-এর কার্যক্রম নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে। (খ) APA এর কার্যক্রম পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করতে হবে। (গ) ২১/৫/২০১৭ তারিখে সংস্থা/ অধিদপ্তর/ দপ্তরে এপিএ এর খসড়া চুক্তি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।  | অতিঃ সচিব (সকল) সংস্থা প্রধান (সকল) |
| ৪.৭ | টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য (SDG) বাস্তবায়ন | সভায় জানানো হয় যে, সংশ্লিষ্ট সংস্থা/অধিদপ্তর/দপ্তর হতে SDG এর কর্মপরিকল্পনা পাওয়া গেছে এবং তা যাচাই-বাছাই করে পরিকল্পনা কমিশনে ইতিমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। খসড়া SDG Action plan এর আলোকে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  | বিষয়টি Follow up করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় | যুগ্মসচিব (প্রাস-১) সংস্থা প্রধান(সকল) |
| ৪.৮ | মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত | * সভায় জানানো হয় যে, মাস্টার প্ল্যান তৈরির জন্য মৎস্য অধিদপ্তরে ২টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ বিএফআরআই/ বিএলআরআই/ বিএফডিসি/ মেরিন ফিশারিজ একাডেমি/ বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর এর মাস্টার প্ল্যান তৈরির কার্যক্রম চলমান আছে। মহাপরিচালক, বিএলআরআই বলেন যে, মাস্টার প্ল্যান তৈরির জন্য কোটেশন আহ্বান করা হয়েছে। এ পর্যায়ে সভাপতি বলেন যে, নিজস্ব জনবল দিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনে অন্যান্য সংস্থার সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করে নেয়া যেতে পারে।
 | জুন ২০১৭ এর মধ্যে সকল সংস্থার ৫০ বছরের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন পূর্বক তা মন্ত্রণালয় প্রেরণ করতে হবে।  | অতিঃ সচিব (মৎস্য) যুগ্মসচিব (প্রাস-১)সংস্থা প্রধান (সকল) |
| ৪.৯ | আইন/ বিধিমালা প্রণয়ন।  | উপসচিব (আইন) সভাকে অবহিত করেন যে, **(ক)** **‘‘মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৭’’:** আইনটি মন্ত্রিপরিষদ ২৪/৪/২০১৭ তারিখে নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছেন। **(খ)** **প্রস্তাবিত ‘‘মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন/২০১৬ :**  প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য গত ১৪/১২/২০১৬ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক গত ১৯/০৩/২০১৭ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কতিপয় বিষয়ে চাহিত তথ্যাদি গত ১৩/০৪/২০১৭ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। **(গ)** **‘‘পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০১৬’’:** বিধিমালাটি লেজিসলেটিভ বিভাগের পর্যবেক্ষণের আলোকে মতামতের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। **(ঘ)** **‘‘বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন,২০১৬’’:** আইনটি সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তের আলোকে বিশেষজ্ঞদের নিকট হতে মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে ঐক্যমতের ভিত্তিতে সংশোধন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। **(ঙ) প্রাণিকল্যাণ আইন-১৯২০ শীর্ষক আইনের পরিবর্তে একটি নতুন আইন প্রণয়নঃ** আইনটি লেজিসলেটিভ বিভাগের পর্যবেক্ষণের আলোকে মতামতের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। **(চ) অবৈধ কারেন্ট জালঃ** এ বিষয়ে এ্যাটর্ণী জেনারেল অফিসের সংগে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। চেম্বারজজ কর্তৃক প্রদত্ত স্থগিতাদেশ বর্ধিত হয়েছে মর্মে এওআর প্রত্যয়নপত্র দিয়েছেন। সেটি জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জকে অবহিত করা হয়েছে। শুনানীর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।**(ছ) বাংলাদেশ ডেইরী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৬ এবং জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নীতিমালা-২০১৬:** বাংলাদেশ ডেইরী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৬ আইন চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত ০৯-১১-১৬ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে।**(জ)** **সামুদ্রিক মৎস্য আইন ও নীতিমালাঃ** আইনটি মন্ত্রিপরিষদ ২৭/২/২০১৭ তারিখে নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছেন। আইনটি ভেটিং এর জন্য ১৭/৪/২০১৭ তারিখ লেজিসলেটিভ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। **(ঝ) মেরিন ফিশারিজ একাডেমির গঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত আইন প্রণয়নঃ** মেরিন একাডেমির ন্যায় মেরিন ফিশারিজ একাডেমির গঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত সরকারি আদেশ জারির ব্যাপারে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। **ঞ) বাংলাদেশ ভেটিরিনারি কাউন্সিল আইন,২০১৭:** আইনটি লেজিসলেটিভ বিভাগের পর্যবেক্ষণের আলোকে মতামতের জন্য রেজিস্ট্রার বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।**(ট) বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন ২০১৭:** আইনটি মন্ত্রিপরিষদ ২৭/৩/২০১৭ তারিখে নীতিগতভাবে অনুমোদন দিয়েছেন। **(ঠ) বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন ২০১৭:** আইনটি নীতিগতভাবে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন।**(ড) জৈব মৎস্য উৎপাদন নীতিমালা ২০১৭:** এ নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়ে আলোচনায় জানা যায় যে, নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে। **(ঢ) জৈব প্রাণিসম্পদ উৎপাদন নীতিমালা ২০১৭:** এ নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়ে আলোচনায় জানা যায় যে, নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে।  | **(ক)** ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **(খ)** অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।**(গ)** দ্রুত মতামত প্রেরণ করতে হবে।**(ঘ)** অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।**(ঙ)** দ্রুত মতামত প্রেরণ করতে হবে। **(চ)** অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।**(ছ)** আইন ও নীতিমালার বিষয়টি দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে। **(জ)** ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **(ঝ)** দ্রুত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। **(ঞ)** দ্রুত মতামত প্রেরণ করতে হবে। **(ট)** ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **(ঠ)** জরুরি ভিত্তিতেমন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **(ড)** সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক দ্রুত খসড়া প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। **(ঢ)** সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক দ্রুত খসড়া প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।  | অতিঃ সচিব (মৎস্য) যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১)/ব্লু ইকোনমি সংস্থা প্রধান (সংশ্লিষ্ট) |
| ৪.১০ | জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের অফিস ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শন   | এ মন্ত্রণালয়ের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ মার্চ ২০১৭ মাসে জেলা/ উপজেলা পরিদর্শন করেছেন। **(১)** জনাব মোঃ মুহিবুজ্জামান, উপসচিব (মৎস্য-৫) ১৬-১৭ মার্চ ২০১৭ তারিখ রংপুর ও লালমনিরহাট জেলার উন্নয়ন প্রকল্প/ দাপ্তরিক স্থাপনা পরিদর্শন করেন। **(২)** বেগম কে,এফ,এম, জেসমীন আখতার, উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-৩) মার্চ ২০১৭ তারিখ মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয় ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় এবং বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/ খামারসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। **(৩)** বেগম দেলোয়ারা বেগম, উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-১) ১৫ মার্চ ২০১৭ তারিখ নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয় ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় এবং বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/ খামারসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। **(৪)** বেগম নিগার সুলতানা, উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-২) ১৫ মার্চ ২০১৭ তারিখ নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলার প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয় ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় এবং বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/ খামারসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। **(৫)** বেগম নাসরিন সুলতানা, সিনিয়র সহকারী সচিব (মৎস্য-৪) ২৬-২৮ মার্চ ২০১৭ তারিখ চট্টগ্রাম জেলার সন্ধীপ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর পরিদর্শন করেছেন। **(৬)** জনাব এইচ,এম, মনিরুজ্জামান, সিনিয়র সহকারী প্রধান ১৫ মার্চ ২০১৭ তারিখ নোয়াখালী জেলার সদয় ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার প্রাণিসম্পদ দপ্তরের কার্যক্রম এবং গাইবান্ধা সদরের এফসিডিআই প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। **(৭)** জনাব মোহাম্মদ-আল-মারূফ, সহকারী প্রধান ২৫ মার্চ ২০১৭ তারিখ রংপুর সদর জেলা ও রংপুর বিভাগে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। **(৮)** জনাব মোঃ আব্দুল খালেক মিঞা, সহকারী সচিব (প্রশাসন-৪) ১০-১১ মার্চ ২০১৭ তারিখ রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা মৎস্য ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন। আগামী সভার পূর্বে যেসকল কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ের জেলা/উপজেলা অফিস পরিদর্শন করবেন না তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়ার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  | **(১)** জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের অফিস ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ (এফসিডিআইসহ) পরিদর্শনপূর্বক সফলতার/ ভাল দিকসমূহ উল্লেখ করার সাথে সাথে ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখপূর্বক দ্রুত প্রতিবেদন সচিব বরাবর ৭ দিনের মধ্যে উপস্থাপন করতে হবে। **(২)** জেলা/উপজেলা পর্যায়ের অফিস পরিদর্শনকালে সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক অবশ্যই পরিদর্শন রেজিষ্টারে মতামত লিপিবদ্ধ করতে হবে। **(৩)** উইং প্রধানগণ কর্তৃক মাসের ১ম সপ্তাহ থেকে পর্যায়ক্রমে কর্মকর্তাগণের মাঠ পর্যায়ের অফিস পরিদর্শনের দিন-তারিখ নির্ধারণ করতে হবে।  | অতিরিক্ত সচিব(সকল)যুগ্ম-সচিব (প্রাণিঃ-১/ ২)যুগ্ম-সচিব ব্লু ইকোনমি যুগ্মপ্রধান  |
| ৪.১১ | মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার  | **মৎস্য** অধিদপ্তরঃ সময়োপযোগী ও অধিক গুরু্ত্বপূর্ণ বিষয় নিয়মিত প্রচারের নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তরের বাৎসরিক রোড ম্যাপ প্রস্তুত করে তদানুযায়ী রেডিও, টেলিভিশনে (বেসরকারি চ্যানেলসহ) প্রচার এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া নিয়মিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সকল কার্যক্রম ফেসবুক পেজে প্রচারিত হচ্ছে। জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০১৭ উপলক্ষে বিগত ১১/০৩/২০১৭ খ্রি.তারিখে বাংলাদেশ বেতারে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালক, বি এফ আর আই এবং এ.বি.এম. জাহিদ হাবিব, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রির্জাভ), মৎস্য অধিদপ্তর এর অংশগ্রহণে টকশো প্রচারিত হয়েছে। জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০১৭ উপলক্ষ্যে বিগত ১৪/০৩/২০১৭ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ টেলিভিশনে মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর এর অংশগ্রহণে টকশো প্রচারিত হয়েছে।এছাড়াও জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০১৭ উপলক্ষ্যে বিগত ১১/০৩/২০১৭ খ্রি. তারিখে চারটি জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়েছে এবং ৭টি দৈনিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়।প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ সময়োপযোগী ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়মিত প্রচারের নিমিত্ত বাৎসরিক রোডম্যাপ প্রস্তুতপূর্বক তদানুযায়ী রেডিও টেলিভিশনে (বেসরকারী চ্যানেলসহ) প্রচার এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। **বিএলআরআইঃ** ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় নিয়মিত প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। **বিএফআরআইঃ** সময়োপযোগী ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়মিত প্রচারের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গবেষণা অগ্রগতি বিষয়ে মার্চ ২০১৭ মাসে পাক্ষিক ‘‘কৃষি প্রযুক্তি’’ পত্রিকায় ‘‘সীউইড’’ এর উপর প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।এছাড়াও বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রতিদিন সকাল ৭.৩০ ঘটিকায় ‍”বাংলার কৃষি” অনুষ্ঠানে এবং বাংলাদেশ বেতারের ‘‘দেশ আমার মাটি আমার’’ ও ‘‘সোনালী ফসল’’ অনুষ্ঠানে নিয়মিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক প্রতিবেদন প্রচারিত হচ্ছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার প্রকাশ করার জন্য মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  | **(ক)** সময়োপযোগী ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়মিত প্রচারের নিমিত্ত বাৎসরিক রোডম্যাপ প্রস্তুতপূর্বক তদানুযায়ী রেডিও টেলিভিশনে (বেসরকারি চ্যানেলসহ) প্রচার এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **(খ)** মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে বহুল প্রচারের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর কর্তৃক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ত্রৈমাসিক নিউজলেটার প্রকাশ করতে হবে। **(গ)** প্রচারিতব্য তথ্যের সফট কপি ইটেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারের জন্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা (PRO)-কে প্রদান করতে হবে (pro@ mofl.gov.bd)।  | DG, DoFDG, DLS DG, BFRI DG, BLRI উপপরিচালক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর |
| ৪.১২ | অডিট আপত্তি  | এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএফডিসি হতে ত্রিপক্ষীয় সভার কার্যপত্র পাওয়া যায়। উক্ত কার্যপত্রের আলোকে চট্টগ্রাম বিভাগীয় দপ্তরসমূহের নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (মৎস্য-১ অধিশাখা) জনাব হাফছা বেগম এর সভাপতিত্বে বিএফডিসি’র চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর, বামউক, চট্টগ্রাম-এর সম্মেলন কক্ষে ৩০/০৪/২০১৭ খ্রিঃ এক ত্রিপক্ষীয় সভায় তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু Awbevh© KviYekZt সভাটি স্থগিত করা হয়েছে। যা পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত হবে।প্রতিবেদনাধীন মাসের নামঃ মার্চ **২০১৭**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/ অধিদপ্তর ও সংস্থার নাম | মোট আপত্তির সংখ্যা (১৯৭২ হতে) | ক্রমপুঞ্জিত নিষ্পত্তির মোট সংখ্যা (১৯৭২ হতে) | হালনাগাদ অনিষ্পন্ন মোট আপত্তির সংখ্যা | দ্বিপক্ষীয় সভার সংখ্যা | ত্রিপক্ষীয় সভার সংখ্যা | দ্বিপক্ষীয় সভায় আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ | ত্রিপক্ষীয় সভায়আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ | মন্তব্য |
| \* মওপম | ১১ | ০৭ | ০৪ | - | - | - | - |  |
| \* ডিওএফ | ১৩৫৩১ | ৯৩৮০ | ৪১৫১ | - | - | - | - |  |
| \* ডিএলএস | ৮৭০৮ | ৫৯৮২ | ২৭২৬ | ১ | ১ | ৩৫ | ১৫ |  |
| \* বিএফডিসি | ১৮৩৪ | ১২৪১ | ৫৯৩ | - | ১ | - | ১৫ |  |
| \* বিএফআর আই | ৬৪০ | ৫৩১ | ১০৯ | - | - | - | - |  |
| বিএলআর আই | ৩১৪ | ৫ | ৩০৯ | ১ | - | ২৩ | - |  |
| \* এমএফএ | ২৩ | ১১ | ১২ | - | - | - | - |  |
| মপতদ | ৫ | ২ | ৩ | - | - | - | - |  |
| বিভিসি | ১৪ | - | ১৪ | - | - | - | - |  |

অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এখন থেকে সংস্থা হতে প্রাপ্ত সভার কার্যপত্র সংশ্লিষ্ট সভাপতি বরাবরে প্রেরণ এবং সভাপতি কর্তৃক অডিট বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে সভার তারিখ নির্ধারণপূর্বক আপত্তি নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  | (১) নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের মাধ্যমে নিরিক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) উইং প্রধানগণ কর্তৃক ২/৩ মাস অন্তর অডিট আপত্তি বিষয়ে নিয়মিত সভা করতে হবে। (৩) নির্দেশনা মোতাবেক ত্রিপক্ষীয় সভার সভাপতি ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।  | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)সংস্থা প্রধান (সকল) |
| ৪.১৩ | মামলা/ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি   | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের মার্চ,২০১৭ পর্যন্ত মামলার হালনাগাদ তথ্যাদি :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| সংস্থার নাম | সুপ্রিম কোর্ট | হাইকোর্ট  | জজকোর্ট | প্রশাসনিক/ প্রশাঃআপিল ট্রাইব্যুনাল | মোবাইল কোর্ট | মোট | নিষ্পত্তির সংখ্য |
| ডিওএফ | - | ৪৬৭ | - | ১৯/ ১২  | - | ৪৯৮ | - |
| ডিএলএস | ৭ | ৫৮ | ১২ | ৪ | ২৫ | ১০৬ | - |
| বিএফডিসি | ৫ | ৯ | ১৬ | ফৌজ: ২ | - | ৩২ | - |
| বিএফআরআই |  |  |  |  |  | ৯ | - |
| বিএলআরআই |  |  |  |  |  | ৫ | - |
| এমএফএ | - | - | - | - | - | - | - |
| মপ্রাতদ | - | - | - | - | - | - | - |
| বিভিসি | - | - | - | - | - | - | - |

এ মাসে মোট ৪টি নতুন মামলা পাওয়া গেছে এবং ১টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।  | অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ নিষ্পত্তির বিষয়ে নিয়মিত অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।  | সংস্থা প্রধান(সকল) উপসচিব (আইন)  |
| ৪.১৪ | পেনশন কেইস দ্রুত নিষ্পত্তি  | অর্থ মন্ত্রণালয়ের গত ২৮/০১/২০১৪ তারিখের সার্কুলার অনুযায়ী পেনশন কেইস দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মার্চ 201৭ মাসে ০২টি পেনশন কেস নিষ্পত্তি হয়েছে। 0১টি পেনশন কেস এ মন্ত্রণালয়ের অডিট শাখায় মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** মার্চ ২০১৭ মাসে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ০৩টি পেনশন কেস নিষ্পত্তি হয়েছে এবং ২টি পেনশন মঞ্জুরির আবেদন পাওয়া গেছে। উক্ত ২টি পেনশন কেস চলতি মাসে নিষ্পত্তি হয়েছে। চলতি মাসে আরো ০১টি পেনশন মঞ্জুরির আবেদন পাওয়া গেছে যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।  | অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থার পেনশন কেইসগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।  | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) যুগ্ম-সচিব (প্রাণিসম্পদ-১/২) DG, DOF DG, DLS  |
| ৪.১৫ | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হালনাগাদ গাড়ির সংখ্যা নির্ধারণ  | মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২২টি হলুদ প্লেটের গাড়ী মেরামত, ব্যবহার বা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চাহিত গাড়ীগুলোর রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ অন্যান্য পত্রাদি এ মন্ত্রণালয় হতে গত ২৩/৩/২০১৭ তারিখ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে এখন পর্যন্ত মতামত পাওয়া যায়নি। মৎস্য অধিদপ্তরের ১৪১টি জীপ/ মাইক্রোবাস/ মিনিবাস/ ট্রাক/ পিকআপ অধিদপ্তরের TO&E অন্তর্ভূক্তির প্রস্তাব গত ২০/৪/২০১৭ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে মতামত পাওয়া যায়নি। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের যানবাহন TO&Eভূক্ত করণের লক্ষ্যে প্রস্তাব ১৬/০১/২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অধিদপ্তরের গাড়ীর সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের গাড়ীর বিষয়ে উপসচিব (মৎস্য-১) বেগম হাফছা বেগম এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিষয়ে উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-১) বেগম দেলোয়ারা বেগমকে সভা করে বিষয়টি নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করবেন মর্মে সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  | জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংগে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।  | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ বাজেট) যুগ্মসচিব (প্রাস-১ /২) সংস্থা প্রধান (সকল) |
| ৪.১৬ | জনবলের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ  | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** PDS সফটওয়্যার এর মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তরের জনবলের ডাটাবেইজ নিয়মিত আপডেট রাখার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কর্মকর্তাদের বদলি/ পদায়ন/ বিদেশ ভ্রমণের প্রস্তাব প্রেরণের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার PDS সহ প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়টি অনুসরণ করা হচ্ছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** কর্মকর্তাদের Database প্রস্তুত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট ([www.dls.gov.bd](http://www.dls.gov.bd))-এ‌‌‍” কর্মকর্তাগণের ডাটাবেজ“ নামে সফটওয়ারটি সংযুক্ত করা হয়েছে এবং নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ ডাটাবেজ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। **বিএফডিসিঃ** জনবলের ডাটাবেইজ প্রণয়ন সম্পন্ন করা হয়েছে এবং নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে। **বিএফআরআইঃ** ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাদের PDS হালনাগাদ করা হয়েছে এবং নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে। **বিএলআরআইঃ** ১ম শ্রেণির জনবলের ডাটাবেজ প্রস্তুত সম্পন্ন করা হয়েছে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। এছাড়া অনলাইন PDS এর লিংক ওয়েবসাইটে সংযুক্ত করা হয়েছে। **মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ** জনবলের ডাটাবেইজ একাডেমির ওয়েবসাইটে আপলোড এবং নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে (www. mfacademy.gov.bd)।  | জনবলের ডাটাবেইজ আগামী মাসিক সমন্বয় সভার পূর্বেই সমাপ্ত ও নিয়মিত আপডেট করতে হবে।  | সংস্থা প্রধান (সকল)  |
| ৪.১৭ | বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ও ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ  | উপসচিব (প্রশাসন-২) সভাকে অবহিত করেন যে, এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/ অধিদপ্তর/ সংস্থায় বিদুৎ বিল বকেয়া থাকলে অগ্রীম বাজেট সংগ্রহ করে তা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** সংশোধিত বাজেটে পৌরকর খাতে ৭০ লক্ষ টাকা, ভূমিকর খাতে ৮৩ লক্ষ টাকা এবং বিদ্যুৎ খাতে ৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছে। চলতি বছর এ পর্যন্ত পৌরকর খাতে ৫৯,৬৫,৯৮৬/-টাকা, ভূমিকর খাতে ৮৩,০০,০০০/- টাকা এবং বিদ্যুৎ খাতে ২,৮৫,০৩,২৩৯/- প্রদান করা হয়েছে। ভূমিকর খাতে বকেয়া পরিশোধের জন্য আরো ৪০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও অধীনস্থ দপ্তর সমূহে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৪৮২১- বিদ্যুৎ উপকোডে ৮,৮২,৩৬,০০০/- (আট কোটি বিরাশি লক্ষ ছত্রিশ হাজার) টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। উক্ত বরাদ্দ হতে বিগত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বকেয়া ১,০৩,২৯,৭৩৮/- ( এক কোটি তিন লক্ষ উনত্রিশ হাজার সাতশত আটত্রিশ) টাকাসহ ডিসেম্বর/১৬ পর্যন্ত মোট ৩,৫৭,২৯,০০০/- (তিন কোটি সাতান্ন লক্ষ উনত্রিশ উনত্রিশ হাজার) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে এবং২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৪৮১১- ভূমি উন্নয়ন কর উপকোডে ১,১৯,১৩,০০০/- (এক কোটি উনিশ লক্ষ তের হাজার) টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ভূমি উন্নয়ন কর উপকোডে ৪৬,১৩,১০২/- টাকা বকেয়া রয়েছে যা চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ হতে ডিসেম্বর/১৬ পর্যন্ত আংশিক ২৮,৪৬,০০০/- (আটাশ লক্ষ ছিচল্লিশ হাজার) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। অবশিষ্ট বকেয়া পরিশোধের জন্য চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে চাহিদা প্রদান করা হবে। **বিএলআরআইঃ** বিদ্যুৎ বিল এবং ভূমি উন্নয়ন কর নিয়মিত পরিশোধ করা হচ্ছে। **মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ** অগ্রগতিঃ একাডেমির বিদ্যুৎ বিল ও গ্যাসের বিল হালনাগাদ পরিশোধিত আছে। নিজস্ব গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহৃত হয়। একাডেমির ভোগ দখলাধীন ১০.৩৩ একর বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন হতে ইজারা গৃহীত বিধায় ভূমি উন্নয়ন কর উক্ত সংস্থার মাধ্যমে নিয়মিত পরিশোধ করা হচ্ছে।  | বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পানির বিল, গ্যাসের বিল, ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌর কর পরিশোধ পূর্বক সকল সংস্থা থেকে হালনাগাদ তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।  | অতিঃ সচিব (সকল) যুগ্মসচিব (বাজেট)সংস্থা প্রধান (সকল)  |
| ৪.১৮ | জরাজীর্ণ/ মেরামত অযোগ্য ভবন অপসারণ  | সংস্থাপ্রধানগণ জানান যে, জরাজীর্ণ/ মেরামত অযোগ্য ভবন অপসারণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। জেলা কনডেমনেশন কমিটির মাধ্যমে পরিত্যাক্ত ঘোষিত ভবনের তালিকা ৩০ জুন ২০১৭ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সচিব মহোদয় সংস্থাপ্রধানদের নির্দেশনা প্রদান করেন। এ ব্যাপারে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও তাগিদপত্র প্রদানের জন্যও তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।  | (ক) মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সংস্থা হতে ৩০ জুন ২০১৭ এর মধ্যে জেলা কনডেমনেশন কমিটির মাধ্যমে অপসারণযোগ্য সকল পুরাতন/ জরাজীর্ণ ভবনের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রুত নিলামে বিক্রয় করতে হবে। (খ) সংস্থা হতে অধীনস্থ দপ্তরসমূহে এ বিষয়ে তাগিদপত্র প্রদান করতে হবে।  | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) যুগ্মসচিব (প্রাস-১/২) DG, DOFDG, DLS |

**অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত**

৫। মৎস্য অধিদপ্তর

| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য  | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ৫.১ | মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের (নন-ক্যাডার) নিয়োগবিধি সংক্রান্ত  | উপসচিব (মৎস্য-১) সভায় জানান যে, মৎস্য অধিদপ্তর (ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড কর্মকর্তা ও নন-গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালার খসড়া চূড়ান্তকরণের জন্য ১৫/৩/২০১৭ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে Follow up অব্যাহত আছে।  | মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের (নন-ক্যাডার) নিয়োগবিধির বিষয়ে অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।  | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) DG, DOF  |
| ৫.২ | মৎস্য অধিদপ্তরের ১৫৩১টি পদ রাজস্বখাতে সৃজন  | উপসচিব (মৎস্য-১) সভায় জানান যে, মৎস্য অধিদপ্তরের 1531টি পদ সৃজনের বিষয় অর্থ মন্ত্রণালয় গত ০৭/০২/২০১৭ তারিখে অপারগতা প্রকাশ করে পত্র প্রেরণ করেছে। মৎস্য অধিদপ্তরের ১৫৩১টি পদ সৃজন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) এর সভাপতিত্বে একটি সভা আহবান করে পুনরায় পদ সৃষ্টির প্রস্তাব তৈরি করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। | অতিরিক্ত সচিব(মৎস্য) এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) DG, DOF  |

৬। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  ৬.১ | ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় পোল্ট্রি ফার্ম এবং ফিডমিল রেজিস্ট্রেশন | মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, গবাদিপশু ও পোল্ট্রি ফার্ম রেজিষ্ট্রেশন ফি পূণ: নির্ধারণ সম্পর্কিত বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত হালনাগাদ নিবন্ধিত খামারের সংখ্যা নিম্নরুপঃ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| খামার | ফেব্রুয়ারী/ ১৭ পর্যন্ত | মার্চ/১৭ মাসে | মার্চ/১৭ পর্যন্ত সর্বমোট |
| গাভীর খামার | ৫৮,৪০৭ | ০৪ | ৫৮,৪১১ |
| ছাগলের খামার | ৩,৯১৬ | - | ৩,৯১৬ |
| ভেড়ার খামার | ৩,৬৩০ | - | ৩,৬৩০ |
| মোট | ৬৫,৯৫৩ | ০৪ | ৬৫,৯৫৭ |
| ব্রয়লার খামার | ৫৩,৯৬২ | ০৮ | ৫৩,৯৭০ |
| লেয়ার খামার | ১৮,৬৫০ | ০১ | ১৮,৬৫১ |
| হাঁস খামার | ৭,৬৮৮ | ০৬ | ৭,৬৯৪ |
| হ্যাচারী/ প্যারেন্ট স্টক | ২০৭ | - | ২০৭ |
| গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক | ১৬ | - | ১৬ |
| মোট হাঁস-মুরগীর খামার | ৮০,৫২৩ | ১৫ | ৮০,৫৩৮ |
| সর্বমোট খামার | ১,৪৬,৪৭৬ | ১৯ | ১,৪৬,৪৯৫ |
| ফিডমিল | - | - | ১৫৩  |

ল্যাবরেটরী রেজিস্ট্রেশনের জন্য ৩ (তিন) টি আবেদন পত্র পাওয়া গিয়াছে।  | দেশের সকল বেসরকারি খামার, ফিডমিল ও ল্যাবরেটরি নিবন্ধনের আওতায় আনার জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।  | যুগ্মসচিব (প্রাস-১/২) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর |
| ৬.২ | ঝিনাইদহ ভেটেরিনারি কলেজের জনবল নিয়োগ | মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, এ বিষয়ে অধিদপ্তর থেকে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহন আব্যাহত আছে। তবে গত ১৪/০৪/১৭ থেকে ০৬/০৫/২০১৭ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট বিভাগ গ্রীষ্মকালীন বন্ধ থাকায় কোর্ট খোলার পর পুনরায় শুনানীর জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। | আদালতের নিষেধাজ্ঞা Vacate করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।  | যুগ্মসচিব (প্রাস-১/২/৪)/ যুগ্মপ্রধান/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর  |
| ৬.৩ | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে পদ সৃজন।  | উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-১) সভাকে অবহিত করেন যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পূনর্গঠনের লক্ষ্যে রাজস্বখাতে পদসৃজনের ব্যাপারে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে ১২/০২/২০১৭ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।  | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে পদ সৃজনের বিষয়ে অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। | যুগ্মসচিব (প্রাস-১) DG, DLS |

৭। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য  | বাস্তবায়নে |
| ৭.১ | নিয়োগবিধি অনুমোদন  | উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর সভায় জানান যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগবিধিমালা, ২০১৬ ভেটিংয়ের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।  | বিষয়টির অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।  | অতিঃসচিব (প্রশা) উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর |

৮। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ৮.১ | বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কল্যাণ তহবিলের অনুমতি  | বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, সরকারি কর্মচারি কল্যাণ বোর্ডের অনুমোদন না থাকায় বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ কল্যাণ তহবিল হতে কোন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না। তৎপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর গত ২৫/৮/২০১৪ তারিখে একটি আধা-সরকারি (ডি,ও) পত্র দেয়া হয়েছে।  | বিষয়টির অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।  | অতিঃসচিব (মৎস্য) মহাপরিচালক, বিএফআরআই |
| ৮.২ | বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের প্রনোদনা প্রাদন | মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের প্রনোদনা প্রদান সংক্রান্ত পুনঃ প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন। | বিএফআরআই এর বিজ্ঞানীদের প্রনোদনা প্রদানের বিষয়টি পরিক্ষাপূর্বক পুনঃ উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিঃসচিব (মৎস্য) মহাপরিচালক, বিএফআরআই  |

৯। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| ৯.১ | বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৩৯৪টি পদ সৃজন  | উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-২) সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের রাজস্বখাতে ৩৯৪টি পদ সৃজনের বিষয় বিবেচনার লক্ষ্যে ১০/০১/২০১৭ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে তাঁর অফিস কক্ষে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে মহাপরিচালক, বিএলআরআই যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন।  | বিএলআরআই এর ৩৯৪টি পদ রাজস্বখাতে সৃজনের বিষয়ে অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।  | যুগ্মসচিব (প্রাস-২) মহাপরিচালক, বিএলআরআই  |

১০। মেরিন ফিশারিজ একাডেমি

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| ১০.১ | মেরিন ফিশারিজ একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা-২০১৬ অনুমোদন  | মেরিন ফিশারিজ একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা-২০১৬ ভেটিং এর জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে গত ০৪/৫/২০১৭ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।  | বিষয়টির অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।  | যুগ্মসচিব (মৎস্য-৩) অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি  |

১১। বিবিধ

| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ১১.১ | আই,টি বিষয়  | ই-ফাইলিং কার্যক্রম চলমান। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** ২৯.১২.২০১৬ তারিখ হতে ই-ফাইলিং শুরু হয়েছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** জানুয়ারী ২০১৭ হতে ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। **বিএলআরআইঃ** ২০/৩/২০১৭ থেকে ২৩/৩/২০১৭ পর্যন্ত তিনজন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ হয়েছে। প্রশিক্ষণ সার্ভারে কাজ চলছে। **বিএফআরআইঃ** ট্রেনিং সার্ভারে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ বর্তমানে ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পন্ন করছেন। লাইভ সার্ভারে যাওয়ার জন্য এটুআই বরাবর ১৯-০৪-২০১৭ ইং তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। **বিএফডিসিঃ** ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অত্র সংস্থার ৩ জন কর্মকর্তা বর্তমানে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। বিএফআরআই ও বিএলআরআই মে ২০১৭ মাসের মধ্যে ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করবেন মর্মে সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালকগণ সভাকে অবহিত করেন।  | (১) সকল সংস্থায় ই-ফাইলিং কার্যক্রম কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) মন্ত্রণালয় হতে ৭ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে জারিকৃত পত্রের আলোকে প্রত্যেক অধিশাখা/ শাখা থেকে ই-ফাইলিং কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।  | অনুবিভাগ প্রধান (সকল) সংস্থা প্রধান (সকল)  |
| ১১.২ | ইনোভেশন | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** ১২-১৩.০১.২০১৭ এবং ১৪-১৫.০১.২০১৭ তারিখে দুই দিনব্যাপী ০২ ব্যাচে “জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনী উদ্যোগ” বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে ৬০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য, মৎস্য অধিদপ্তরে ইনোভেশন বিষয়ে মোট উদ্যোগ ১৮টি, বর্তমানে অধিকতর পাইলটিং এর আওতায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ৮টি। এক্ষেত্রে মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে মৎস্য পরামর্শ প্রদান ইতোমধ্যে মাঠপর্যায়ে Replication হয়েছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** মোবাইল এস.এম.এস সার্ভিসের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সেবা প্রদান সংক্রান্ত ইনোভেশন কার্যক্রমসহ ২৬টি সেবা চলমান আছে। ২। এ পর্যন্ত ১৫৪ জন মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাকে ‌‌‍‍নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩। সেবা সহজীকরণের অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। গাজীপুর জেলায় পাইলটিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।৪। ’Livestock Diary’ ইনোভেশন উদ্যোগ শীঘ্রই উদ্ভোধন করা হবে। ৫। Digitalization of Artificial Insemination Service শীর্ষক ইনোভেশন উদ্যোগটি এটুআই কর্তৃক প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত হয়েছে। এটুআই এর সার্বিক ইনোভেশন ফান্ড কর্তৃক ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। বিএফআরআই, বিএলআরআই ও মেরিন ফিশারিজ একাডেমি এর ইনোভেশন টিমের মাসিক সভা প্রতি মাসেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান।  | (ক) মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/ সংস্থার ২০১৬ সালের বার্ষিক ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনার প্রতিবেদন পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে হবে। (খ) চীফ ইনোভেশন অফিসার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/ সংস্থার ইনোভেশন টীম নিয়ে সভা করে ২০১৭ সালের উদ্ভাবন পরিকল্পনা চূড়ান্তপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবে।  | চীফ ইনোভেশন অফিসার  সংস্থা প্রধান (সকল) উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর  |
| ১১.৩ | বৈদেশিক প্রশিক্ষণ   | সংস্থাপ্রধানগণ জানান যে, প্রশিক্ষণ/ সভা/ সেমিনার/ কর্মশালা/ শিক্ষাসফর ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের নিমিত্ত মনোনয়ন প্রস্তাবের সাথে পিডিএস সংযুক্ত করা হচ্ছে এবং প্রশিক্ষণ/ সভা/ সেমিনার/ কর্মশালা/ শিক্ষাসফর শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর নিয়মিত ডি-ব্রিফিং করা হচ্ছে।  | **(১)** মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকে মন্ত্রণালয়ে ও সংস্থার কর্মকর্তাগণকে সংশ্লিষ্ট সংস্থায় ১৫ দিনের মধ্যে নিয়মিত ডিব্রিফিং করতে হবে। **(২)** সংস্থা থেকে কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/ বদলীর প্রস্তাব পিডিএসসহ প্রেরণ করতে হবে।  | অতিঃসচিব (প্রশাসন)সংস্থা প্রধান (সকল) |
| ১১.৪ | ই-টেন্ডারিং  | এ মন্ত্রণালয়ের ০৩ জন এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ মৎস্য অধিদপ্তরের ০২ জন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ০৯ জন, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের ০৮ জন, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের ০৭ জন, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের ০২ জন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের ০২ জন, মেরিন ফিশারিজ একাডেমির ১১ জন ও বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের ০৪ জন কর্মকর্তা সেন্ট্রাল প্রোকিউরমেন্ট টেকনিকাল ইউনিট (সিপিটিইউ)-এ ই-জিপি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। আইএমইডি’র নির্দেশনা মোতাবেক সকল প্রকল্প পরিচালককে অবশ্যই সিপিটিইউতে ই-জিপি এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। এ মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল সংস্থা ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান/সম্পন্ন করা হচ্ছে।  | (১) সকল সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের দরপত্রের কার্যক্রম ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে সম্পন্ন করতে হবে। (২) আইএমইডি’র নির্দেশনা মোতাবেক সকল প্রকল্প পরিচালককে অবশ্যই সিপিটিইউতে ই-জিপি এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।  | অতিঃ সচিব (সকল) যুগ্মসচিব (সকল)সংস্থা প্রধান (সকল)  |
| ১১.৫ | অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ  | এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ (ইন-হাউজ) চলমান আছে। মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল সংস্থায় ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ নিয়মিত বাস্তবায়িত হচ্ছে। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মার্চ ২০১৭ মাসে ১৫ হাজার ১১১ জন মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ পর্যন্ত সর্বমোট ৮৬ হাজার ৭২৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের** মার্চ ২০১৭ মাসে ১৪২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। **বিএফআরআইঃ** ইনস্টিটিউটের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। **বিএলআরআইঃ** গত ১১-১২ মার্চ ২০১৭ খ্রিঃ মেয়াদে ২৫ জন কর্মকর্তাকে “নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন” শিরোনামে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ১৮/৩/২০১৭ তারিখে ই-ফাইলিং বিষয়ে ৩৫ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।  | মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সকল সংস্থায় অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।  | অতিঃসচিব (প্রশাসন)সংস্থা প্রধান (সকল)  |
| ১১.৬ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল  | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্তে ৩য় কোয়ার্টারে ১৮টি নৈতিকতা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ৬টি। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে ৪২ জন কর্মকর্তাকে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অডিট কমিটির সভা হয়েছে ২টি। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** (১) জাতীয় শুদ্ধাচার কেŠশল কর্মপরিকল্পনা/২০১৫ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ও মনিটরিং কার্যক্রম চলছে। (২) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে শুদ্ধাচার বিষয়টির উপর ০১ টি ক্লাস অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। **বিএফডিসিঃ** বিএফডিসি’র নৈতিকতা কমিটির নিয়মিত সভায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সচেতন করার কাজ অব্যাহত রয়েছে। **বিএফআরআইঃ** ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের প্রতিটি কোর্সে শুদ্ধাচার বিষয়ের উপর ০১টি ক্লাস অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।**বিএলআরআইঃ** (১) ০২/৪/১৭ খ্রিঃ তারিখে বিএলআরআই এর আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাঘাবাড়ি, সিরাজগঞ্জে সকল পর্যায়ের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারি সমন্বয়ে শুদ্ধাচার বিষয়ে একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।(২) প্রতিটি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে (কর্মকর্তা/ বিজ্ঞানী) শুদ্ধাচার বিষয়টির উপর ০১টি ক্লাস ইতোমধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।  | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সকলকে সচেতন করা ও সকল পর্যায়ে তা প্রতিপালন করতে হবে।  | যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-২)সংস্থা প্রধান (সকল)  |
| ১১.৭ | অভিযোগ নিষ্পত্তি | সকল সংস্থাপ্রধান জানান যে, সহজে দৃষ্টিঘোচর হয় এমন স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।  | অভিযোগ বাক্সে প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।  | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) যুগ্মসচিব (প্রাস-২)সংস্থা প্রধান (সকল) |
| ১১.৮ | প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ পালন | ২৩/০২/২০১৭ তারিখ হতে ২৭/০২/২০১৭ পর্যন্ত মোট ০৫ দিন পর্যন্ত দেশে প্রথম বারের মত সফলভাবে প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ-২০১৭ পালন করা হয়েছে। এই সেবা সপ্তাহে কেন্দ্রীয়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে র‍্যালী, খামারীদের মধ্যে প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট ফ্রী সেবা প্রদান, স্কুল পর্যায়ে ডিম ও দুধ খাওয়ানো, প্রজেনী প্রদর্শনী, প্রাণিসম্পদ বিষয়ক মেলা, সেমিনার এবং আলোচনা সভার আয়োজন, পোস্টার, লিফলেট, ফোল্ডার ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে।  | প্রতি বছর প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ পালন অব্যাহত রাখতে হবে | যুগ্মসচিব (প্রাস-১/২) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর  |
| ১১.৯ | NACA সম্মেলন | বাংলাদেশে NACA সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। এ সম্মেলনের বিষয়ে ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সচিব মহোদয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন।  | ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রতিবেদন প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | অতিঃ সচিব (মৎস্য) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর  |

১২। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

|  |  |
| --- | --- |
|   |  স্বাক্ষরিত/-২৩/৫/২০১৭(মোঃ মাকসুদুল হাসান খান)সচিব  |